5

JAN 1987

তারিখ ... ৭ ... ৭ ...

পৃষ্ঠা ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

# শৈলকুপায় প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত

ঝিনাইদহ, ২৬শে জানুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।–বিদ্যালয়-গৃহের দৈন্যদশা, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের অভাব শিক্ষকের স্বল্পতা, ছাত্র-ছাত্রীদের স্থান-সংকুলান সমস্যা, পানীয় জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা না থাকা এবং এক শ্রেণীর শিক্ষকের কর্তব্যে অবহেলার কারণে শৈলকুপা উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে।

শৈলকুপা উপজেলায় প্রাথমিক বিদালয়ের সংখ্যা ১১০টি। এর মধ্যে ৯০টি সরকারী ও ২০টি বেসরকারী। কোনটির চাল আছে, বেড়া নেই। আবার কোনটির বেড়া আছে তো চাল নেই। কোথাও দু'চারখানি বেঞ্চ আছে, কোথাও বা তাও নেই। নিজেদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার তাগিদেই স্থানীয় জনসাধারণের উৎসাহ, উদ্যোগ ও আর্থিক সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সম্পূর্ণভাবেই স্থানীয় জনসাধারণের দয়ার ওপর নির্ভরশীল হয়ে কোন রকমেটিকে আছে। শিক্ষকরা বেতন পান না, ফলে কোন বিদ্যালয়েই প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই। সরকারীকরণ করা হবে এই আশায় কিছু শিক্ষকের নাম খাতাপত্রে থাকলেও বিদ্যালয়ে তাদের উপস্থিতি নিয়মিত নয় বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে ২০টি বেসরকারী বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ৪,৯০৭ জন ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

উপজেলার ৯০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ও নানা সমস্যা জর্জরিত। ফলে এগুলোতেও লেখাপড়া চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। ৯০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৪৫,৬১৯ জন। এর মধ্যে শিশুশ্রেণীতে ১০,৬২৮, ১ম শ্রেণীতে ১০,৫১১, ২য় শ্রেণীতে ৮,৮১৪ ৩য় শ্রেণীতে ৬,৬৯২, ৪র্থ শ্রেণীতে ৫,১৪০ এবং ৫ম শ্রেণীতে ৩,৮৩৪ জন। গড়ে ৫০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য ১ জন হিসেবে ধরলেও ৪৫,৬১৯ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন ৯১২ জন। সেখানে শিক্ষকের পদ বরাদ্দ আছে মাত্র ৩৫৮ জন। এর মধ্যে বর্তমানে খাতাপত্রে কর্মরত শিক্ষক আছেন ৩৪৪ জন, যার মধ্যে ২ জন চাকরি করছেন না। এ দু'জনের একজন নিয়োগপত্র পাওয়ার পর থেকেই প্যারামেডিক্যালের ছাত্রী, অন্যজন পাগল হয়ে গেছেন। ফলে ৪৫,৬১৯ জন ছাত্রছাত্রীর প্রকৃতপক্ষে শিক্ষক আছেন ৩৪২ জন। অর্থাৎ প্রতি ১৩৩ জনেরও বেশী ছাত্রছাত্রীর জন্য গড়ে ১ জন শিক্ষক। বরাদ্দ ৩৫৮টি পদের ১৪টি দীর্ঘদিন ধরে শূন্য, নিয়োগ দেয়া হয়নি। ছাত্র-ছাত্রীদের বসার বেঞ্চের সংখ্যা খুবই কম। প্রতি ৫ জন ছাত্রছাত্রী জন্য ১টি হিসেবে ধরলে ৪৫,৬১৯ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য বেঞ্চের প্রয়োজন কমপক্ষে ৯ হাজার। সেখানে ৯০টি সরকারী বিদ্যালয়ে বেঞ্চ আছে সর্বসাকুল্যে ২,২৯৪টি। এর মধ্যে উঁচু বেঞ্চ ৯৪১ এবং নীচু বেঞ্চ ১,৩৫৩। অবশ্য বর্তমানে ২ শিফটে ক্লাস হওয়ায় বেঞ্চ সমস্যার কিছুটা সুরাহা হয়। তবুও ছাত্রছাত্রীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে ছালা বগলে বিদ্যালয়ে আসতে হয়। তিনটি ক্লাসরুম, শিক্ষক ও অফিসরুমের জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে কমপক্ষে ৫ টি করে ৯০টি বিদ্যালয়ের জন্য যেখানে ৪৫০টি টেবিলের প্রয়োজন, সেখানে টেবিল আছে মাত্র ১৯৪টি। প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৯টি হিসেবে কমপক্ষে ৮১০টি চেয়ারের স্থলে আছে মাত্র ৩৭২টি। ১টি করে ধরলেও ৯০টি বিদ্যালয়ে আলমারী দরকার ৯০টি। অথচ আলমারী আছে মাত্র ৮৪টি। ৩০টি বিদ্যালয়ে ব্ল্যাকবোর্ড নেই। বেশীর ভাগ বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের স্থান সংকুলান হয় না। এর মধ্যে কবিরপুর, কাতলাগাড়ী, শেখপাড়া, কৃপালপুর, চাঁদপুর, কাঁচেরকোল, বসন্তপুর ও কচুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংকট সবচেয়ে প্রকট। এগুলিতে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বেশী, স্থান সংকুলান হয় না। চক-ডাস্টারসহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের জন্য দেয় বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। হাতে-গোনা যায় এমন দু'একটি বিদ্যালয় ছাড়া কোথাও পানীয় জলের ব্যবস্থা, পায়খানা ও প্রস্রাবখানা নেই। ফলে ছাত্রছাত্রীদের সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

এছাড়া এক শ্রেণীর শিক্ষক নিয়মিত ক্লাস করেন না বলেও অভিভাবকদের পক্ষ থেকে অভিযোগ রয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে শৈলকুপা উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।